আলমডাঙ্গার বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লালটু আর নেই

আলমডাঙ্গার বহুল আলোচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর উদ্দিন লালটু আর নেই। তিনি ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন বুধবার সন্ধ্যা ৭:২০ মিনিটে। তার মৃত্যুর খবর এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আনে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা চিৎলা ইউনিয়নের কয়ড়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে নূর উদ্দিন লালটু ছোটবেলা থেকেই সাহসী, দৃঢ়শারীরিক এবং শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি এলাকায় জাসদ গণবাহিনী গড়ে তোলেন। পরে জাসদ গণবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় তৈরি সিরাজ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। এর ফলে উভয় বাহিনীর সদস্য, ধনী শ্রেণী এবং নিরীহ সাধারণ মানুষ রাস্তাঘাটে নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটত। এলাকায় তিনি চরমপন্থী নিষিদ্ধ সংগঠনের কমান্ডারের ভূমিকায় ছিলেন।

১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের প্রচেষ্টায় সকল নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেন। নুরুজ্জামান লালটু দীর্ঘ ১৯ বছর জেল খানায় কারাভোগের পর ২০১৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। পরবর্তীতে তিনি সামাজিক সংগঠন ও জনসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন। তিনি ক্রীড়া প্রেমিক ছিলেন এবং তার নামে খেলার মাঠ তৈরি করেছেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবদানও রেখেছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিনি কিছু দিন ধরে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। গত মঙ্গলবার ভোরবেলা থেকে তীব্র অসুস্থতা অনুভব করলে বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তার দাফন সম্পন্ন হবে।

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের চারদিন পর দর্শনা থেকে হাত-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজের চারদিন পর দর্শনা এলাকা থেকে হাত-পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় মোঃ বিপুল (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া বিপুল আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল সাত্তার মন্ডলের ছেলে।

পরিবারের দাবি, গত শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর পোস্ট অফিস এলাকায় ছিলেন। সেখান থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। পরে এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক ১০টার দিকে দর্শনা পৌরসভার হঠাৎপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার পাশে তাকে হাত-পায়ে লোহার শিকল বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রথমে ভবঘুরে মনে হলেও কাছে গিয়ে শিকল বাঁধা অবস্থা দেখে তারা পুলিশে খবর দেন।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান জানান, উদ্ধারকৃত ব্যক্তির নিখোঁজ সংক্রান্ত জিডি ছিল। তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি বানী ইসরাইল বলেন, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা চলছে।

প্রকাশ্যে তুলে নেওয়ার অভিযোগ এবং চারদিন পর অন্য এলাকায় শিকলবন্দি অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এটি পরিকল্পিত অপহরণ নাকি অন্য কোনো ঘটনার অংশ তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার আসামি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামি মো. মাসুদ রানা (২৫)।

গত সোমবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতল বিশ্বাসের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৫, জিআর নং-২১৭, তারিখ ২৮ আগস্ট ২০২৫, ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোড-এর মামলার আসামি।

গ্রেপ্তারের পর তাকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় তিন সন্তানের জননীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামে তিন সন্তানের জননীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

কুটিলা খাতুন (৪৩) নামের এই নারীর মরদেহ তার নিজ বাড়ির পাশে অবস্থিত একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ভোরে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত কুটিলা খাতুন সাহেবপুর গ্রামের দিনমজুর হাসমত আলীর স্ত্রী।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কুটিলা খাতুন দীর্ঘদিন ধরে স্তন ক্যান্সারের অসহনীয় যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পরও তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি; বরং যন্ত্রণা আরও তীব্রতর হয়। অবশেষে তিনি তিন সন্তান রেখে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল বারি বলেন, দীর্ঘদিনের অসুস্থতায় কুটিলা খাতুন মানসিক ও শারীরিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। অসহনীয় যন্ত্রণা বাড়লে তিনি মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চেষ্টাও করতেন বলে জানা গেছে।

পরিবারের বরাত দিয়ে রকিবুল ইসলাম জানান, ভোরে সেহরি শেষে সবার অজান্তে তিনি বাড়ির পাশের আমবাগানে যান। ফজরের নামাজের পর তার বোনের ছেলে গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখতে পায়। স্থানীয়দের সহায়তায় পুলিশকে খবর দেওয়া হলে আসমানখালী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফিরোজ ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

তিনি জানান, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ এক যুবক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ফয়সাল নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. বাবলু খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী ডিউটি চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা এলাকায় অভিযান

পরিচালনা করেন।

এ সময় নতিডাঙ্গা বাজার থেকে ফিরোজ খানের ছেলে মো. ফয়সাল আহম্মদকে তার বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা নং-১৯, তারিখ: ২৩/০২/২০২৬ খ্রি., ধারা: ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার আসাননগরে যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গার আসাননগর গ্রামে নিজ কক্ষ থেকে এক যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।

নিহত সুজন (৩৫) আসাননগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাব্বত আলীর ছেলে। তিনি তিন সন্তানের জনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৮ ফেব্রুয়ারি সুজন তার স্ত্রী লিমা ও তিন সন্তানকে মারধর করে শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকে পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। দীর্ঘদিন কোনো খোঁজ না পেয়ে তার বড় ছেলে লিমন বাড়িতে এসে গেট তালাবদ্ধ দেখতে পান। পরে প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে ঘরের ভেতর রশিতে ঝুলন্ত অবস্থায় বাবার মরদেহ দেখতে পান।

প্রতিবেশীদের ভাষ্য, সুজন দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই স্ত্রী-সন্তানদের ওপর নির্যাতন করতেন। প্রতিবেশীরা বাধা দিতে গেলে তাদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতেন, ফলে ধীরে ধীরে এলাকাবাসী তার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

তার বড় বোন হাসি জানান, সুজন দীর্ঘদিন মাদকাসক্ত থাকায় পরিবারের

সঙ্গে তার তেমন যোগাযোগ ছিল না। তবে মাঝে মধ্যেই তিনি স্ত্রী লিমাকে মারধর করতেন।

এ বিষয়ে ওসি বানী ইসরাইল জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় দুর্নীতি রোধে এমপির ঝটিকা অভিযান

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে ঝটিকা পরিদর্শন করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল।

গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি আলমডাঙ্গা পৌরসভা, কৃষি অফিস ও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শন করেন।

সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই সরকারি দপ্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়ে আসছেন তিনি। দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য কমানো, কর্মকর্তাদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং নাগরিক সেবায় অনিয়ম রোধে ব্যস্ত সময়েই তিনি এ পরিদর্শনে যান।

পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন ফাইল ও নথিপত্র পর্যালোচনা করেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সেবা পেতে অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ দিতে হচ্ছে কি না তা খোঁজ নেন। কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন। একই সঙ্গে দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত সেবা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেন।

স্থানীয়রা এমপির এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ বন্ধ হবে এমন প্রত্যাশা করেছেন অনেকে।

পরিদর্শন শেষে এমপি মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “সরকারি অফিসে

দালালের মাধ্যমে নয়, সরাসরি সেবা পাবে মানুষ এটাই আমাদের লক্ষ্য।”

সচেতন মহল মনে করছেন, এ উদ্যোগ প্রশাসনে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আলমডাঙ্গা অমর একুশে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

আলমডাঙ্গা আলাউদ্দিন আহম্মেদ পাঠাগারের উদ্যোগে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিন দিনের বইমেলা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আলোচনা সভা, কবিতা পাঠ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় মেলার মাঠে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলাউদ্দিন আহম্মেদ পাঠাগারের পরিচালক কবি গোলাম রহমান চৌধুরি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, সহ-সভাপতি হাটবোয়ালিয়া স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, গাংচিল সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি জামিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার।

সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ কবি সিদ্দিকুর রহমানের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন কবি আব্দুল খালেক, কবি মোস্তাফিজুর রহমান ফারায়েজি, কবি অহর আলী, কবি টিনু, রিয়াজ জাহিন, রফি সাধূ, সুজন নাহিদ, আফিম রাজদীপ ও মুস্তাকিম। সভায় কবিতা আবৃতিকারদের মধ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খন্দকার হামিমদুল ইসলাম আজম, ওমর আলী মাষ্টার এবং সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি।

আলমডাঙ্গায় বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অভিযান

মাহে রমজান উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলার আসমানখালী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এ সময় পঁচা খেজুর বিক্রি ও নানা অনিয়মের জন্য তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মাহে রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই অভিযান করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন জনাব আবদুল্লাহ আল নাঈম, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা।

অভিযানে বাজারের বিভিন্ন ফল ও মুদি দোকান তদারকি করে পণ্যের মান, মূল্য তালিকা ও মেয়াদ যাচাই করা হয়।

মেসার্স মিলন ফল ভান্ডার পঁচা খেজুর বিক্রির জন্য ৫,০০০ টাকা জরিমানা ও পঁচা খেজুর জব্দ। মেসার্স রিমি ভ্যারাইটিজ স্টোর মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য সংরক্ষণের অপরাধে ৩,৫০০ টাকা জরিমানা। মিজান স্টোর মূল্য তালিকা না থাকার জন্য ১,৫০০ টাকা জরিমানা।

জরিমানা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আদায় করা হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে, রমজান মাসজুড়ে বাজার মনিটরিং অব্যাহত থাকবে এবং জনস্বার্থবিরোধী যেকোনো অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয় সচেতন মহল প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নিয়মিত নজরদারি থাকলে বাজারে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সাধারণ ক্রেতারা নিরাপদ ও ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারবেন।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ তিনজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫৫ গ্রাম গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯টার সময় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) মোঃ তাইজুল ইসলাম ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান চালান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন কৃষ্ণপুর গ্রামের তোফায়েল হকের ছেলে মোঃ মানিক হোসেন (২২), একই গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে মনজুরুল ইসলাম এবং খুদিয়াখালি গ্রামের আরমান আলির ছেলে ইয়াছিন আলি।

তাদের কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত ২১/০২/২০২৬ তারিখে জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ ২২/০২/২০২৬, ধারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণি ১৯(ক)/৪১ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।